গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

এবং

সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি)
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১জুলাই ২০২০ -৩০জুন ২০২১

সূচিপত্র

ক্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র.....	৩-৮
২	উপক্রমণিকা (preamble)	৯
৩	সেকশন-১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি..	১০
৪	সেকশন-২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact).....	১১
৫	সেকশন-৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রার মান	১২
৬	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য মহোদয় এবং পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ২০২০-২১ চুক্তিতে স্বাক্ষর	১৪
৭	সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৫
৮	সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১৬-১৭
৯	সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থার নিকট প্রত্যাশিত কর্মসম্পাদন সহায়তা	১৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the performance of the Ministry/Division)

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন কাজ করে। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ। এ বিভাগের আওতায় ৩টি গুরুত্বপূর্ণ খাত রয়েছে, যথাঃ কৃষি, পানি সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান। দেশের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক সুষম উন্নয়নের জন্য এ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়ে থাকে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিভিন্ন খাত/উপখাত ভিত্তিক সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

কৃষি (ফসল) উপ-খাতঃ

সাম্প্রতিক অর্জন:

দেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তথা খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। জলবায়ু অভিযোজন সক্ষম কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকভাবে টেকসই করা, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি বিষয়াবলীর ওপর ফসল সাব-সেক্টরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার রুপকল্প ২০২১এ কৃষি - খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।এছাড়া, কার্যকর কৌশল হিসেবে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বিতরণ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, শস্য নিবিড়করণ, বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি চালুকরণ, ভোক্তার চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থিতিশীল কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং গবেষণা সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি প্রচারণাসহ অন্যান্য সহযোগী কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের যে সকল দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনজিনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত জলবায়ু সংক্রান্ত সনদ অনুযায়ী স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং ভূমি ক্ষয় রোধে বাংলাদেশ স্থানীয় উৎস ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'তে ফসল সাব-সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত ৫১ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে (বিনিয়োগ -৫১, কারিগরি -০)।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ:

১। যথাযথভাবে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন না করে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন;

২। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করে প্রকল্পের গুণগত ব্যয় নিশ্চিতকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১। সরকারের নির্বাচনী অংগীকার, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনার দলিলে উল্লিখিত কৌশল/নির্দেশনাসমূহের আলোকে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

১। কৃষিতে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি পূরণে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রসার;

২। কৃষি বিষয়ক গবেষণা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে কৃষি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;

৩। কৃষিতে দক্ষ এবং সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;

৪। জলবায়ুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কৃষি, প্রজনন বিষয়ক গবেষণা এবং লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু, তাপ ও শীত সহিষ্ণু, জলমগ্নতা সহিষ্ণু ইত্যাদি জাতের ফসল প্রচলন; এবং

৫। আর্থসামাজিক নীতি প্রণয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্য ও উপকরণে ভর্তুকি বিষয়ে গবেষণা।

খাদ্য উপ-খাতঃ

সাম্প্রতিক অর্জন:

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে খাদ্য উপ-খাতের অধীন খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খাদ্য মজুদ ৩৩ লক্ষ টনে উন্নীত করণের লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছে। এছাড়া দুর্যোগ কালে জনগণের জানমাল রক্ষাসহ দুর্যোগ বতুকি হ্রাসের জন্য সরকারে এ লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে সমন্বয় রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছেঃ খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কৃষক ও ভোক্তা উভয় শ্রেণির নিরাপদ খাদ্য শস্য মজুদ গড়ে তোলাসহ সামগ্রিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করা। খাদ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুসংহত করার লক্ষ্যে বিগত বছরসমূহে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ১.০৫ লক্ষ মেঃটন খাদ্য গুদামসহ ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫শত মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি স্টীল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় খাদ্য নীতির উদ্দেশ্য অর্জনে এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সারাবছর ব্যাপী মানসম্মত প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যের মজুদ গড়ে তোলা ও মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অপরদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ ইটের বস্তা ও সেতু/কালভার্ট, বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প। এ ধরণের নির্মাণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে খাদ্য সাব-সেক্টরের আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়ের অধীনে ০১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় ২৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণে দেশের উপকূলীয় ও দুর্যোগ প্রবণ এলাকাসমূহে প্রায় ৫ লক্ষ হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণ করা হবে। এছাড়া মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আরো ৩ লক্ষ হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি সাইলোতে **"বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ"** বাংলাদেশ মুদ্রিত থাকবে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ:

১। যথাযথভাবে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন না করে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন;

২। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করে প্রকল্পের গুণগত ব্যয় নিশ্চিতকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১। সরকারের নির্বাচনী অংগীকার, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে উল্লিখিত কৌশল/নির্দেশনাসমূহের আলোকে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

বন উপ-খাত

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)'তে বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ অবদান উল্লেখযোগ্য না হলেও পরোক্ষ অবদান ব্যাপক, বিশেষ করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বন খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে । Forestry Sector Master Plan অনুযায়ী দেশের বনজ সম্পদের উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের উপর অগ্রাধিকারের পাশাপাশি জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন সরক্ষিত এলাকা ও অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য সুন্দরবনের পুনর্বাসন, উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন সংবেদনশীল (Climate Change Resilience) বন সৃজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন, ইকো-রিস্টোরেশন অব দি নর্দার্ন রিজিয়ন অব বাংলাদেশ, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুডস, গাজীপুর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কবাংলাদেশ রেডপ্লাস কার্যক্রমে সহায়তার আওতায় জাতীয় বন ইনভেন্ট্রি এবং উপগ্রহভিত্তিক ভূমি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বায়ূ দূষণ রোধ ও পরিবেশ উন্নয়নে নির্মল বায়ূ ও টেকসই পরিবেশ, স্ট্রেনদেনিং মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট ইন দ্য মেঘনা রিভার ফর ঢাকা'স সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই, প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপে জীববৈচিত্রের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের যে সকল দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত জলবায়ু সংক্রান্ত সনদ অনুযায়ী স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং ভূমি ক্ষয় রোধে বাংলাদেশ স্থানীয় উৎস ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের বন সাব-সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত ২৬ টি চলতি প্রকল্প (বিনিয়োগ ২১ টি ও কারিগরি ৫টি) কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থ বছরের বন সাব-সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন ১৫ টি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতঃ

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান-কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সম্ভাবনাময় এ সেক্টর প্রাণিজ আমিষের (প্রায় ৬০%) অন্যতম উৎস। প্রতিদিন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ৬২.৫৮ গ্রাম মাছের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সম্প্রতি মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রেও এ সেক্টরের অর্জন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট কৃষিজ আয়ে এ খাতের অবদান ২৪.৪১%। আর মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬১% মৎস্য উপ-খাতের অবদান। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১% এ সেক্টরের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। বিগত ১০ বছরে মাছের উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ৫.৪২ শতাংশ।

উন্নততর প্রযুক্তির সাথে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীগণের সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৩ দশকে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ গুণ। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর তথ্য মতে অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি মৎস্য জীবীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মৎস্য সাব-সেক্টরের চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ প্রয়োগিত গবেষণা, সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ও আহরণ বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা, শামুক ও ঝিনুক চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গবেষণা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উন্নত ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ তথা দুধ, মাংস ও ডিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়া দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চাষাবাদ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানীতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৪৭% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৭%। মোট কৃষিক জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৩.৪৬%। ২০০৮-২০১৯ মেয়াদে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও এ খাতে সম্পৃক্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খামারী পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ; প্রাণি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; পোল্ট্রি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন; দেশী মুরগির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রোগের হাত থেকে গবাদি প্রাণি ও পোল্ট্রি সম্পদের রক্ষার জন্য টিকা উৎপাদন; অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনকারী গবাদি প্রাণির জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদারকরণ; দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৫টি স্থানে ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন; প্রাণিজাত খাদ্য ও খাদ্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ল্যাবরেটরী স্থাপন; ডেইরি গবেষণা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত ৩৯টি চলতি প্রকল্প (বিনিয়োগ ৩৬টি ও কারিগরি ৩টি) কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২০-২১ অর্থ বছরের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন সংক্রান্ত নতুন ৩০ টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করা হবে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জঃ

১। যথাযথভাবে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন না করে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন;
২। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করে প্রকল্পের গুণগত ব্যয় নিশ্চিতকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। সরকারের নির্বাচনী অংগীকার, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে উল্লিখিত কৌশল/নির্দেশনাসমূহের আলোকে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

১। হালদা নদীকে জাতীয় হেরিটেজ ঘোষণা করে মৎস্য সম্পদ সুরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ;
২। ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
৩। প্রাণিসম্পদের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সারা দেশে সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
৪। উদ্ভিদ উদ্যানসমূহের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;
৫। গ্রীন হাউজ গ্যাসের জরিপ কাজ পরিচালনা ও হ্রাসের বিষয় উদ্যোগ গ্রহণ।

পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান উপ-খাতঃ

সাম্প্রতিক অর্জন:

পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরের পল্লী উন্নয়ন অংশের আওতায় (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৬ টি বিনিয়োগ প্রকল্প ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্বের একটি বাড়ি একটি খামার), পল্লী জনপদ, আশ্রয়ণ-২ , আশ্রয়ণ-৩, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, গুচ্ছগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প জনশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে একটি টেকসই কৃষি নির্ভর Income Generating Unit এ উন্নীতকরণের মাধ্যমে জাতীয় দারিদ্রের হ্রাস করণের ভূমিকা রাখছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ছিন্নমূল অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসন এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তচ্যুত ১ লক্ষ নাগরিককে আবাসন সুবিধার আওতায় আনা হবে। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষে কৃষি জমির সাশ্রয় এবং আধুনিক শহরের মত আবাসন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সেক্টরের আওতায় পল্লী জনপদ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের দুগ্ধঘাটতি হ্রাস করে প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) কর্তৃক বৃহত্তর ফরিদপুরে চরাঞ্চলে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমি সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আধুনিক ও দক্ষ ভূমি প্রশাসনের মাধ্যমে জনগণের কাছে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল সেবা পৌছে দিচ্ছে। আধুনিক ও কার্যকর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণের ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রবর্তণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমিহীন অসহায় জনগণের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্টন নিশ্চিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নৃ- জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ সকল মৌলিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

- এমটিবিএফ বরাদ্দ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের বছরওয়ারী বরাদ্দ চাহিদার মধ্যে পার্থক্য বিশেষত অপ্রতুল বরাদ্দ;
- এডিপিতে বরাদ্দবিহীন নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিতে যথাযথ অনুসরণকালে প্রভাবমুক্ত ও যথাযথ এ্যাপ্রাইজাল নিশ্চিতকরণ;
- প্রকল্প ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান দুর্বলতা; এবং
- ফিজিবিলিটি স্টাডি ব্যতিরেকে প্রকল্প গ্রহণের ফলে বারংবার প্রকল্প সংশোধন।

ভবিশ্যৎ পরিকল্পনা:

- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ এবং এসডিজি-এর অভিষ্ট লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন।

পানি সম্পদ ও সেচ উপ-খাতঃ

পানি সম্পদ উপ-খাতঃ

সাম্প্রতিক অর্জনঃ

সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, দেশের বৃহৎ নদীগুলোর শাসন নিয়ন্ত্রণ, গুরুত্বপূর্ণ ছোট বড় শহর/স্থাপনা রক্ষা, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষাকল্পে পানি সম্পদ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। লবণাক্ততা থেকে জলাভূমি ও সুন্দরবন সংরক্ষণ, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারকল্পেও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত উন্নয়ন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের নদীগুলির তলদেশ পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদী খনন অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। একইসঙ্গে নৌ চলাচল স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে, নদীগুলির নাব্যতা রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য নদী খনন গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার নদী খননের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় বিগত ০৩ বছরে (২০১৭-২০১৮ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর) পানি সম্পদ সেক্টরে মোট **৯৩টি** প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

সেচ উপ-খাতঃ

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক (২০১৬-২০২০) পরিকল্পনা দলিলে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির অধিক ব্যবহারের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৭৫% জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। সেচ কাজে পানির অপচয়রোধসহ বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, যথাঃ ভূ-উপরিস্থ সেচ নালার পরিবর্তে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, রাবার ড্যাম নির্মাণ এবং পরীক্ষামূলকভাবে সৌরশক্তি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি করা হয়েছে। এছাড়া, সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনসহ দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থবহ ভূমিকা পালন করছে। বিগত ০৩ বছরে (২০১৭-২০১৮ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর)কৃষি সেক্টরের সেচ উপ-খাতে মোট ১৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জঃ

১। যথাযথভাবে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন না করে প্রকল্প দলিল প্রণয়ন;
২। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং করে প্রকল্পের গুণগত ব্যয় নিশ্চিতকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। সরকারের নির্বাচনী অংগীকার, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে উল্লিখিত কৌশল/নির্দেশনাসমূহের আলোকে সেক্টরভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

১। নদীর তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন ও বন্যা প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ;
২। নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩। পরিবেশের ভারসাম্য উন্নয়নের নিমিত্ত সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর অধিক প্রকল্প গ্রহণ;
৪। সেচ কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সৌরশক্তি নির্ভর সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপক্রমণিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করণ, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ-এর মধ্যে ২০২০ সালের **জুলাই** মাসের **২৮** তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রুপকল্প (vision) অভিলক্ষ্য (Mission) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ **রুপকল্প (vision) :**

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতরকণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।

১.২ **অভিলক্ষ্য (Mission):**

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

১.৩ **কৌশলগত উদ্দেশ্যমূহ (Strategic Objectives) :**

১.৩.১ **মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ** :

১। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন তরান্বিতকরণ

২। খসড়া এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে কার্যকর অংশগ্রহণ

৩। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম

৪। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

১ .৩.২ **আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ**

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চতকরণ;

২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ **কার্যাবলি (Functions):**

১. ৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সেক্টরাল উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন;

২. সেক্টরাল পরিকল্পনার সাথে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী পতিষ্ঠান বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয় সাধন;

৩. উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মূল্যায়ন (Appraisal), পিইসি সভার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনে সহায়তা প্রদান;

৪. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়ন; এবং

৫. সেক্টরাল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

ফলাফল/প্রভাব (utcome/ mpact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (performance /Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত		লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ	
			২০১৮-১৯	২০১৯-২০		২০২০-২১	২০২২-২৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
পরিকল্পনা দলিলের ...পূর্ণ প্রকল্প অনুমোদনে ...	সামঞ্জস্যপুর্ণ প্রকল্পের হার	%	৯৫%	৯৮%	৯৫%	৯৬%	৯৭%
এবং টেকসই উন্নয়নকল্পে ...য় পদ্ধতিতে ...রিকরণ	উন্নয়ন পরিপত্র এবং বিভিন্ন গাইডলাইন অনুসরণের হার	%	৫%	৯৮%	৯৫%	৯৬%	৯৭%

*সাময়িক (provisional) তথ্য

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্ম সম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রার মান (সেকশন-৩)

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যর মান	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯ (জুলাই-জুন)	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
								২০১৯-২০ *	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২০-২১	২০২১-২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
মন্ত্রণালয়র / বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য															
১। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন তরান্বিতকরণ	৩৭	১.১ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন	(১.১.১) প্রক্রিয়াকরণকৃত প্রকল্প	সমষ্টি	%	১২	২০১ (২৯৮)(১৪৮%)	২৩৭ (২০০) ১১৮%	২০০	১৫৭	১৩৯	১২১	১০৪	১৮০	১৮৫
			(১.২.১) প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	১০	১৭২ (২০৬) (১১৯.৭৭%)	২০১ (১৬০) (১২৬%)	১৬০	১৪১	১২৫	১০৯	৯৪	১৬০	১৬৬
			(১.৩.১) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত প্রকল্প	সমষ্টি	সংখ্যা	৮	১৭২ (১৭৬) (১০২.৩২%)	১৪০ (২৬০) (৮৭%)	১৬০	১০৬	৯৪	৮২	৭০	১২৫	১৩০
		১.২ পিএসসি, এডিপি, পিআইসি, ডিপিইসি/ডিএসপিইসি/সমন্বয় পর্যালোচনা সভায় যোগদান	(১.২.১) অংশগ্রহণকৃত সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	৭	৪৫৫ (৬৯৭) (১৫৩.১৮%)	৫২০ (৫০০) (১০৪%)	৫০০	৩১৫	২৮০	২৪৫	২১০	৩৫০	৩৫৮
২। খসড়া এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নে কার্যকর অংশগ্রহণ	১৪	২.১ প্রকল্পের অনুকুলে অর্থ বরাদ্দ	(২.১.১) এডিপি প্রস্তাব প্রেরণ	দিন	কার্যদিবস	৭	৮ দিন	৩ দিন	৮ দিন	৯ দিন	১০ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৮ দিন
			(২.১.২) আরএডিপি প্রস্তাব প্রেরণ	দিন	কার্যদিবস	৭	৮ দিন	৩ দিন	৮ দিন	৯ দিন	১০ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৮ দিন
৩। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম	৯	৩.১ প্রকল্প পরিদর্শন	(৩.১.১) পরিদর্শনকৃত প্রকল্প	সমষ্টি	সংখ্যা	৬	৫	২৫ (২৬)	২৫	৩৪	৩০	২৬	২২	৩০	৩৮
			(৩.১.২) পরিবীক্ষণকৃত প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৫	১২ (১৫)	১৫	৩০	২৬	২৩	২০	৩৮	৪৫
৪। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে	৬	৪.১ ক্রয়প্রস্তাব ও ঋণচুক্তি সহ অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান	৪.১.১ মতামত প্রদানের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	৬	৮২ (৮২) (১০০%)	৬ (৭৫)	৭৫	১৬	১৪	১২	১২	২৫	৩২
৫। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	৯	৫.১ জাতীয় সংসদ এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ	৫.১.১ সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রেরণ		কার্যদিবস	৩	৫দিন	৫দিন	৫দিন	৬দিন	৭দিন	৮দিন	১০দিন	৩দিন	৩দিন
			(৫.১.২) জাতীয় সংসদে মহামন্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ/বাজেট বক্তৃতা/অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ	দিন	কার্যদিবস	৩	৮দিন	৭দিন	৬দিন	৮দিন	১০দিন	১২দিন	১৫দিন	৫দিন	৫দিন
		৫.২ রূপকল্প ২০২১, এসডিজি, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য কৌশলগত দলিল ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যকরণ।	(৫.১.৩) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/এর জন্য মতামত/তথ্যাদি প্রেরণ	দিন	কার্যদিবস	৩									

***প্রকৃত অর্জন জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।**

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ২০২০-২০২১

(মোট নম্বর-২৫)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১				
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০ %
(১) দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	১	৪	-	-	-	-
		[১.২] শুদ্ধাচার ও উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	১২	১১	-	-	-
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২	-	-
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	-	-
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩	-	-	-
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০	-	-
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	১৫-২-২১	১৫-৩-২১	১৫-৪-২১	১৫-৫-২১	-	-
		[২.৩] সেবা সহজীকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২৫-২-২১	২৫-৩-২১	২৫-৪-২১	২৫-৫-২১	-	-
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	২	৫০	৪০	৩০	২০	
			[২.৪.২] ১০ গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪	-	-	-
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৬	[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-
		[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি' এর সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
			[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	%	২	৮০	৭০	৬০	৫০	-
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫	-

আমি, সদস্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি তথা পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সদস্য কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ -এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

.... ২৮/০৭/২০২০ ....

সদস্য তারিখ

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

.... 28-9-2020 ....

সিনিয়র সচিব তারিখ

পরিকল্পনা বিভাগ

সংযোজনী -১

শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	শব্দসংক্ষেপ	বিবরণ
১	এনইসি	ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল
২	ডিপিইসি	ডিপার্টমেন্টাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৩	ডিএসপিইসি	ডিপার্টমেন্টাল স্পেশাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৪	জিইডি	জেনারেল ইকনমিক ডিভিশন
৫	এসইআইডি	সোসিও-ইকনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিভিশন
৬	ইআরডি	ইকনমিক রিলেশন ডিভিশন
৭	পিইসি	প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৮	এসপিইসি	স্পেশাল প্রজেক্ট ইভালুয়েশন কমিটি
৯	এডিপি	এনুয়াল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১০	আরএডিপি	রিভাইজড এনুয়াল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১১	পিআইসি	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি
১২	একনেক	এক্সিকিউটিভ কমিটি ফর দি ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিল

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি এর বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১	১.১. সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়তা	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকাশিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে সংশোধিত এডিপি প্রণয়ন	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
২	১.২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়নে সহায়তা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রকাশিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে এডিপি প্রণয়ন	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৩	১.৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি পর্যালোচনায় সহায়তা প্রদান	সভা অনুষ্ঠিত	প্রকল্পের চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতা বিবেচনাকল্পে বিভিন্ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৪	১.৪ জিইডি/পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণয়নাধীন বিভিন্ন পলিসি/রিপোর্ট প্রকাশে সেক্টরাল ইনপুট	জিইডি/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নাধীন বিভিন্ন পলিসি/রিপোর্ট প্রকাশিত	উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়	আলোচ্য বিভাগ , জিইডি এবং পরিকল্পনা বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৫	১.৫ বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্ট/চুক্তি ইত্যাদির উপর মতামত প্রদান	বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিপোর্ট/চুক্তি ইত্যাদি গ্রহণ সম্পন্ন	ঋণ, বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যু, বৈদেশিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জড়িত থাকে এবং বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/সংস্থা	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৬	২.১. প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন ও অনুমোদন	প্রক্রিয়াকৃত প্রকল্পের হার	প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে প্রকল্প প্রস্তাব আলোচ্য বিভাগে প্রেরণ করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৭	প্রকল্প সম্পর্কিত বিভাগ	পিইসি/এসপিইসি আয়োজন	মন্ত্রণালয়সমূহ হতে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবের উপর পিইসি/এসপিইসি আয়োজন করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং সভায় আমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
৮		চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রী অথবা একনেকে প্রেরণ করা হয়	আলোচ্য বিভাগ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তর/একনেক	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	
৯	২.২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা	অংশগ্রহণকৃত সভা	উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা মন্ত্রণালয়/সংস্থায় আয়োজন করা হয় এবং সেখানে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত হন	আলোচ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট আমন্ত্রণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
১	২	৩	৪	৫	৬
কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	(ক) কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক এডিপির মোট আকার নির্ধারণ তথা অর্থনৈতিক খাত/ উপ-খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন নির্ধারণের পর পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহকে অবহিত করা। সেক্টর-বিভাগসমূহ কর্তৃক কার্যক্রম বিভাগ হতে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক খাত/উপ-খাতভিত্তিক বরাদ্দ বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা, যৌক্তিকতা ও কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনে পরিবর্তন/ সংশোধন করতঃ প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ প্রস্তাব কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা। (খ) অর্থ মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ এডিপি/ আরএডিপি এর উৎসওয়ারী অর্থায়ন (স্থানীয় ও বৈদেশিক) নির্ধারণপূর্বক তা পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগকে অবহিত করা।	চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রণয়নের নির্ধারিত ছক (ছক সমূহ) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংস্থা থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে প্রেরণ এবং সেক্টর বিভাগ থেকে কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ নির্ধারিত সময়সূচি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। কার্যক্রম বিভাগ বিজি প্রেস হতে প্রাপ্ত চূড়ান্তভাবে মুদ্রিত এডিপি/আরএডিপি জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ করবে।	দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও মধ্য মেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন। এডিপি/আরএডিপির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে অগ্রাধিকার খাতসমূহে, বিশেষ করে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থানমুখী, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সহায়ক খাতসমূহে, পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন।	এডিপি/সংশোধিত এডিপি প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুযায়ী কল নোটিশে (১ম ও ২য়) চাহিত তথ্যাদি যথাসময়ে কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা না হলে এডিপি/ আরএডিপি'র খসড়া অনুমোদনের সুপারিশ প্রদানের জন্য এনইসি/ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে।
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ (কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়)	প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এবং প্রেরিত ছক/প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগসমূহ হতে সংগ্রহপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে প্রেরণ করা। সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এর তথ্য-উপাত্ত পরিকল্পনা কমিশনে সংগ্রহপূর্বক এডিপি/আরএডিপির জন্য নির্ধারিত কল নোটিশ (বিভিন্ন ছক) পূরণ করে প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাব প্রণয়ন পূর্বক তা কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা।	চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।	এডিপি/ আরএডিপি প্রণয়নের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত ছক (ছক সমূহ) যথাযতভাবে পূরনপূর্বক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংস্থা থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগে প্রেরণের নির্ধারিত সময়সূচি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, যাতে কল নোটিশ (১ম ও ২য়) যথাসময়ে কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা যায়।	দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও মধ্য মেয়াদি লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে এডিপি/ আরএডিপি প্রণয়ন। এডিপি/ আরএডিপির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি এর লক্ষ্যসমূহের সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে অগ্রাধিকার খাতসমূহে, বিশেষ করে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন কর্মসংস্থানমুখী, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সহায়ক খাতসমূহে, পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ হতে বার্ষিক এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত সেক্টর বিভাগে প্রেরণ করা না হলে/পাওয়া না গেলে সেক্টর বিভাগ কর্তৃক কল নোটিশে চাহিত তথ্যাদি যথাসময়ে কার্যক্রম বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। ফলে এডিপি/ আরএডিপি'র খসড়া চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে না। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ খাত ও প্রকল্পওয়ারী প্রকল্প সাহায্য ও Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক তা কার্যক্রম বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগকে অবহিত করা।	চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।	বাজেট কাঠামোর আলোকে অর্জনযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বয়ে এডিপি/আরএডিপি যথাযথভাবে প্রণয়নের জন্য সম্পদের লভ্যতা (Resource Availability) জানা প্রয়োজন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বরাদ্দ (প্রকল্প ও সংস্থাভিত্তিক) নির্ধারণ পূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ ও সেক্টর বিভাগকে অবহিত না করলে প্রকল্প ও সংস্থাভিত্তিক প্রকল্প সাহায্য ও জেডিসিএফ বরাদ্দ এডিপি/আরএডিপিতে প্রতিফলন সম্ভব হবে না, ফলে এডিপি/আরএডিপি চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে না।	এডিপি/আরএডিপি সঠিকভাবে প্রণয়নপূর্বক প্রকাশের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের নিকট হতে সম্পদের লভ্যতা তথা প্রকল্প ও সংস্থাভিত্তিক প্রকল্প সাহায্য ও জেডিসিএফ বরাদ্দ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণ।	ইআরডি'র নিকট হতে প্রকল্প সাহায্য/বৈদেশিক সহায়তা ও জাইকা বরাদ্দ যথা সময়ে পাওয়া না গেলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হবে।